ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৬২

আগরতলা,৬ সেপ্টেম্বর,২০২৫

শারদোৎসবের আগেই আগরতলা শহরে সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আধিকারিকদের আরও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা শহরে সুষ্ঠু সুন্দর এবং আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আগরতলা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে স্মার্ট সিটি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ, প্রস্তাবিত উড়াল পুলের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী খোঁজখবর নেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন শারদোৎসবের আগেই আগরতলা শহরে সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আধিকারিকদের আরও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যস্ত সময়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থেকে পণ্য উঠানো নামানো বন্ধ করা, দীর্ঘ সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় গাড়ি পার্কিং না করা, শহরের সরু রাস্তাগুলিতে সবসময় যানবাহন দাঁড় না করে চলাচলে রাখা প্রভৃতি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে জনসাধারণের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। এভাবে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। শহরে যানজট কমাতে বিভিন্ন স্থানে হাইড্রোলিক পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলেন।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তার পাশে পাকা ড্রেন নির্মাণের অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এই কাজের জন্য দুর্গাপূজার সময়ে জনসাধারণের যেন কোনও অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। প্রস্তাবিত ডাবল লেন উড়াল পুলের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি বলেন, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে হবে।

বৈঠকে ট্রাফিক বিভাগের এস.পি. কান্তা জাঙ্গির আগরতলা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন। সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। সভায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা আগরতলা শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সহ উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পূর্ত ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ. কে. চাকমা, স্মার্টসিটি লিমিটেডের সি.ই.ও. ড. শৈলেশ কুমার যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, আগরতলা পুরনিগমের সি.ই.ও. দিলীপ কুমার চাকমা, পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা সহ আরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ।

*****